‘প্রঙ্গগঃ ছদ্মনাম ও মুখোশের‘ প্রতিউত্তরে

কুদ্দুস খান

জনাব আবু সাইদ মাহফুজ আমার লেখার বিরুদ্ধে লিখে তাতে সম্পাদকীয়তার ছাপ এনেছেন। আমরা জানি, তিনি দীর্ঘদিন যাবত বাংলা আমার সম্পাদনা করে আসছেন । তার লেখা সুন্দর, সুপাঠ্য, সাবলীল ও আবেগময়। তার পান্ডিত্য পুর্ণ লেখায় তার প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ বিদ্যমান। কিন্তু সমস্যা হল, তিনি আমার কথার পৃষ্ঠে কথা বলেছেন বেশী, আর আমার লেখার অপ্রয়োজনীয় দিক নিয়ে বির্তক সৃষ্টি করেছেন। যদিওবা, আমি চেষ্টা করেছি কিছু অর্থনৈতিক তথ্য দিতে। জনাব মাহফুজ ও জনাব সাইদুল ইসলাম সহ কোন ইসলামিষ্টই আমার অর্থনৈতিক বিষয়ক তথ্যগুলির জবাব দিতে প্রস্তুত নন। আমি জানি, আপনারা ইহকালের চেয়ে পরকালের উপর প্রাধাণ্য দেন বেশী, আর সেটাই আপনাদের বিশ্বাস, থাকুন আপনাদের বিশ্বাস নিয়ে। কিন্ত বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে ভাবুন একশত বিশ লক্ষ মুসলিম জনতাকে নিয়ে। তাদের কিছু একটা দিতে হবে, যাতে করে তারা ইহকালে খেয়ে পরে একটু ভালভাবে বাঁচতে পারে। মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি বলে কিছু নেই। মিশরকে আমেরিকা অর্থনৈতিক অনুদান দিয়েছে ৬০ বিলিয়ন ডলার। অথচ মিশরের অর্থনীতি বলে কিছু নাই। ৫০% ভাগের ও অধিক জনগণ বেকার। ঠিক একই কথা পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাকিস্তান তার জন্মের পর থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্য-মুলতঃ আমেরিকার সাহায্য পেয়েছে ৭০ বিলিয়ন ডলার, আর পাকিস্তানের অর্থনীতি প্রায় ধংসের পথে। লক্ষ লক্ষ যুবক রাস্তার বেকার।

এবার আসুন মুসলিমদের চির শত্রু দেশ ইসরাইলের কথায়। ইসরাইলের ৬০ লক্ষ জনতার জি ডি পি মিশরের ৭কোটি জনগণের কাছাকাছি। তার অর্থ দাঁড়ায় ৬০ লক্ষ জনগণ ভোগ করছে ৭কোটি জনতার সমান সম্পদ। মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত কথা আছে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল, আমেরিকার ট্যক্স পেয়ারের টাকায় বাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু অংকের হিসাব ভিন্ন। অংকে দেখা যায় পাকিস্তান ও মিশর, ইসরাইলের চাইতে অনেক বেশী আমেরিকার অনুদান পেয়েছে। আর ও একটি কথা ইসরাইলের টেলিফোনের যোগাযোগ শিল্প বিশ্বের সেরা। আমেরিকা সহ বিশ্বের বেশীর ভাগ রাষ্ট্রই ইসরাইলের টেলিফোন যোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে।

মুসলিমদের মত ইসরাইলও ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও আমরা সমস্ত ধর্মীয় রাষ্ট্রেরই বিরোধী, হোক ইহুদিবাদ বা মুসলিমবাদ। যাহোক, ইসরাইল মুসলিমদের মত শুধু মাত্র ধর্ম বা ইহুদিবাদ নিয়ে থাকে নাই। তারা তাদের অর্থনীতি তৈরি করতে পেরেছ, শুধু তৈরী নয় বিশ্বের অন্যতম সেরা অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অন্যদিকে মুসলিম রাষ্ট্র মিশর, পাকিস্থান এমনকি সৌদি আরবের অর্থনীতি ক্রমাগত অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে। জনাব মাহফুজ হয়ত জেনে অবাক হবেন, সৌদি আরবের ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর, আর রাস্তায় ৬০% ভিক্ষুক সৌদি নাগরিক। আবারও বলছি সৌদি আরবের রাস্তায় ৬০% ভিক্ষুক সৌদি নাগরিক। তাহলে সৌদি আরব আবার কি বেদুইন হয়ে, বিশাল মরুভুমিতে উট চরানোর দিকে যাচ্ছে? মুসলিম সংস্কৃতি কি আবার তার জন্মস্থান মরুভুমির দিকে ধাবিত হচ্ছে?

আমি বার বার প্রশ্নটা এনেছি, কেউ কি দেখাতে পারবেন মুসলিম অর্থনীতর রূপরেখা কি? বইয়ে নয়, বাস্তবে দেখানোর চ্যালেঞ্জ রইল। জনাব মাহফুজ দৌড় দিয়ে মুহাম্মদ(সঃ) বা ওমরের(রাঃ) রাজত্বে যাবেন না যেন। তৎকালিন সময়ে তাদের অর্থনীতিই সেরা অর্থনীতি ছিল, এটা মানতে আমাদের আপত্তি নেই। কাজেই আমি আমার গত লেখায় বাংলাদেশের বহু পুরাতন প্রবাদ টেনে বলেছিলাম, ‘বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়।’ আধুনিক বিশ্বের মুসলিম সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ফলটা দেখতে চাই। যদি সম্ভব হয়, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের উদাহরণ দেবেন। আর যদি তা না পারেন, দয়া করে অন্ততঃ পক্ষে একটি মুসলিম গ্রামের উদাহরন দেবেন। যেখানে মুসলিম অর্থনীত্রি বিকাশ হচ্ছে।

এবার ছদ্মনাম প্রসংগে দু চারটি কথা বলা দরকার। এ প্রসংগে নিয়ে বেশী কথা বলতে চাইনা। কারণ, তাতে কথাগুলি পুনরাবৃতি হবে। কথাটা জনাব জিয়াকেও বলেছিলাম। আপনাকেও বলছি, কামরান মির্জা সহ অনেকেই, তাদের আর্দশ থেকে লেখে, লেখে তাদের গভীর বিশ্বাস থেকে। তারা যেটা সত্য মনে করে সেটি লেখেন, আপনারা গ্রহন করেন বা না করেন সেটা আপনাদের বিষয়। স্বনামে লিখলে লেখকের নিরাপত্তা আপনারা দিতে পারবেন না, দিতে চাইবেন না। ২ দিন আগে পাকিস্তানে ইসলামকে সমালোচনা করার কারণে জনৈক ব্যক্তিকে জেল খানায় পুলিশের সহায়তায় হত্যা করা হয়েছে। সালামত রুশদীর কথা আপনারা জানেন। তাকে পালিয়ে

বেড়াতে হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। ইসলামিক রাষ্ট্র ইরান তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মৃত্যদন্ড দিয়েছে। তাকে দেখা মাত্র হত্যা করা হবে।

কত শত উদাহারণ চান, ইসলামিক অসহিষ্ণুতার? আমরা মনে করি, মুসলিম ও মুসলিম সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। আর ক্রমাগত ধ্বসে যাওয়া শক্তি সব সময়েই অতি মাত্রায় সংবেদনশীল, ধ্বংসাত্বক ও হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়। ধ্বসে যাওয়া শক্তি, সে ইসলামিক হোক আর কমিউনিষ্ট হোক বা আইরিশ সন্ত্রাসবাদীই হোক নিঃশেষ হওয়ার আগে, হত্যা নামক কাজ করেই তারা নিজেদের রক্ষা করতে চায়। কাজেই তাদের থেকে সতর্ক থাকাই বাঞ্চনীয়। সেই সর্তকতার জন্য কামরান মির্জা ও অন্য কেউ যদি নিজের পৈত্রিক নাম বা পিতার নাম বদলিয়ে বা চৌদ্দগুষ্টির নাম বদলিয়ে আমেরিকাতে বসবাস করে ভালভাবে বাঁচার চেষ্টাকরে, তাতে দোষের কি আছে? কামরান মির্জার কথা আমি জানিনা। তবে দিগন্ত বড়ুয়ার সাথে আমার কথা হয়েছে। মুসলিম মৌলবাদীরা তাকে তার জন্মভুমি ছাড়তে বাধ্য করেছে। তার জায়গা জমি সবই দখল করেছে। এরপর ও কি স্বীকার করতে আপনাদের কষ্ট হয় যে, মুসলিম সমাজে শুধু মাত্র মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মের লোকদের বসবাস করা বাস্তবে অসম্ভব!

বিশ্ব ব্যাপী ইসলামিষ্টরা সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমেই টিকে থাকতে চেষ্টা করছে। শুধু মাত্র ইতিহাসই বলতে পারে, সন্ত্রাস করে বা সন্ত্রাসকে সাহায্য করে,(সাহায্য করে বলছি এ কারণেই, যে ৯৯% মুসলিম জনগোষ্ঠিই ৯-১১এর ঘটনা সমর্থন করেছে)। আধুনিক শিক্ষা ও টেকনোলজির শিক্ষা গ্রহণ থেকে দুরে থেকে, মুসলিম আর্দশ কত দিন টিকে থাকবে? আমি বার বার বলছি, আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের সহিত সপ্তম শতকের মুসলিম সংস্কৃতির একটি সাংস্কৃতিক দ্বন্দ চলছে। এ প্রসংগে বিখ্যাত ইসলামিষ্ট জনাব সাইদুল ইসলাম সুস্পষ্ট ভাবে পি এস হান্টিংটনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এটা আসলে মুসলিমদের সহিত পশ্চিমা বিশ্বের সংস্কৃতির দ্বন্দ। তবে পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তাবিদ, বিশেষ করে আমেরিকার চিন্তাবিদরা মনে করছেন, মুসলিমরা আফগানিস্থান ও ইরাক হারিয়ে অনেকটা আত্নরক্ষামুক অবস্থানে চলে গিয়েছে, অফেনসিভ বা আক্রমনাত্নক ভাবটা অনেক টা কম। জনাব মাফফুজ নিশ্চয়ই জানেন, বেশীর ভাগ আমেরিকান সিনেটাররাই মনে করেন খুব বেশী বাড়াবাড়ি করলে, সমস্ত সন্ত্রাসের কেন্দ্রভুমি সৌদি আরব হারালেই, মুসলিমদের চৈতন্য উদয় হবে। কারণ, যুক্ত রাষ্ট্রের বেশীর ভাগ সিনেটররা মনে করেন সৌদি আরবই বিশ্বে ওহাবি আন্দোলনের নামে বিশ্ব ব্যাপি সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠণগুলিকে মিলিয়ন কে মিলিয়ন পেট্রো-ডলার দিচ্ছে। আর এর উপর তদন্তও চলছে। এ সব ই আপনারা জানেন, তবুও কথার পৃষ্ঠে কথা বলা আরকি!

জনাব মাহফুজ বলেছেন, মুসলিমরা ১৪০০বছর টিকে আছে এবং আরও হাজার বছর যাবত টিকে থাকবে। আমিও মনে করিনা, একশত বিশ কোটি মুসলিম বিশ্ব থেকে উধাও হয়ে যাবে না। জীব -বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বে সবচেয়ে বেশীদিন যাবত টিকে আছে টিকটিকি নামক ছোট জন্তুটি। আধুনিক শিক্ষা বা টেকনোলজি শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে মুসলিমরা হয়ত টিক টিকির মতই টিকে থাকবে । আজ মুসলিম জনসংখার বেশীর ভাগ অর্থাৎ ৬০ থেকে ৭০ ভাগ অনাহারে বা অর্ধাহারে কোন রকম কায়- কষ্টে বেঁচে আছে। জনাব মাহফুজ যদি এটাকে বেঁচে থাকা বলেন, তবে আমার বলার কিছু নাই।

জনাব মাহফুজ সৌদি আইনের কথা বলে আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, সেদেশে থাকলে বা যেতে হলে সেদেশের আইন মানতে হবে। এটা অতীব সত্য কথা। কোন দেশের আইন সেদেশের সভ্যতার প্রতীক। মহিলারা পুরুষ ছাড়া বাইরে গেলে, যে সকল ইসলামিক দেশে মহিলাদের বিশেষ অংগে বা পশ্চাদ্দেশে বেত্রাঘাত করে অথবা মহিলারা গাড়ী চালালে যে দেশে ডোর্‌রা মারা হয়, আর এই জাতীয় সপ্তম শতকের আইন আমেরিকায় বসে যারা সমর্থন করেন, তারা পাক্কা মুসলমান। আর বেহেস্তে তারা যাবেনই, এব্যাপারে আমার কোনই সন্দেহ নাই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই জংলী আইন সমর্থন করতে পারছিনা, এটাই হচ্ছে সমস্যা।

বর্তমান বিশ্বে মুক্ত অর্থনীতির প্রাধাণ্য। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে আধুনিক প্রযুক্তি। প্রযুক্তির ও করপোরেট অর্থনীতির ধাক্কায় রাষ্ট্র ক্রমেই অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম সৌদি আরব কে বর্তমান করপোরেট অর্থনীতির বিশ্বে বাঁচতে হলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত আইনগত সমন্বয় বা তার আইনকে সংশোধন করেই বাঁচতে হবে। আর তা নাহলে আফগানিস্তানের অবস্থা হতে কত ক্ষণ? সেকথা একটু দয়া করে ভেবে দেখবেন যেন।